দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 27 APR 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে

মাদরাসা শিক্ষায় যুগোপযোগী পরিবর্তন এসেছে —শিক্ষা মন্ত্রী

☐ স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলামে মহাজোট সরকার যুগোপযোগী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ধর্মীয় বিষয়গুলোর মান ও উৎকর্ষতা অক্ষুন্ন রেখে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। গতকাল গাজীপুরের বোর্ডবাজারস্থ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বিএমটিটিআই) সম্মেলন কক্ষে 'বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ : প্রেক্ষিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। বিএমটিটিআই'র অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল-

পৃঃ ১২ কঃ ৭

মাদরাসা শিক্ষায় যুগোপযোগী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আকম মোজাম্মেল হক এমপি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কাজী শহীদুল্লাহ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমেদ মোমতাজী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বর্তমান সরকার মাদরাসা শিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন এনেছে। যার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা দেশের খ্যাতনামা আলেম-ওলামার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হয়ে সমাজের অগ্রসারিতে অবস্থান করতে পারে। তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর জ্ঞান ও গবেষণা কাজ চালানোর লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো ৩১টি সিনিয়র মাদ্রাসায় পাঁচটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশে একটি এফিলিয়েটিং আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। কওমী মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষার আমূল পরিবর্তনে অতীতের কোনো সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ইসলামী শিক্ষার সত্যিকারের উন্নয়নে দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বিএমটিটিআই) অধীনে এক বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড) কোর্সের উদ্বোধন করেন। ফাজিল পাস করা দাখিল ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা পেশাগত উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য কোর্সটি নিতে পারবেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা এর অধিভুক্ত অন্যান্য সিনিয়র মাদরাসা থেকে ফাজিল পাস করা দাখিল ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য দেশে এই প্রথম এ কোর্স চালু করা হলো। এর পূর্বে ইসলামে ধর্মীয় শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না।